8. ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ এবং তার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনা কর।

Ans:- ইংল্যান্ডের সংসদ প্রণীত আইন অনুযায়ী ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ রাজ ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের মধ্যরাত থেকে আইনসম্মতভাবে এই দুই পৃথক রাষ্ট্র ক্ষমতা অধিগ্রহণ করেছিল। পরবর্তীকালে পাকিস্তানে আরও দুটি রাষ্ট্র — ইসলামিক প্রজাতান্ত্রিক পাকিস্তান এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ - এই দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়। ভারতীয় স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭ অনুসরণ করলে দেখা যায়, এই বিভাগ শুধুমাত্র দুটি দেশকেই করে নি, ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনী, রাজকীয় নৌবাহিনী, ভারতীয় সিভিল সার্ভিস, রেল, জাতীয় কোষাগারেরও বিভাজন হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় বহু প্রখ্যাত ভারতীয় এই দেশভাগের বিরোধিতা করলেও মহম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বাধীন মুসলীম লীগ দ্বি-জাতি তত্ত্ব প্রচার করে এই দেশভাগকে প্রয়োজনীয় দেয়, প্রকৃতপক্ষে, দেশভাগ করে শক্তিশালী ভারত একতা নষ্ট করাই ছিল ব্রিটিশ সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই দেশবিভাগের ফলে প্রায় ১০-১২ মিলিয়ন মানুষ ধর্মের ভিত্তিতে বাস্তুচ্যুত হয়, যার ফলে নবগঠিত রাষ্ট্রে অত্যধিক শরণার্থী সংকট দেখা দেয়। ভারত বিভাগের ফলে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট হয় এবং যে বৈরিতার সৃষ্টি হয় তা আজও বিদ্যমান।

এই দেশভাগের প্রেক্ষাপট অনেক আগে থেকে তৈরী হয়েছিল। ১৯০৫ সালে লর্ডকার্জন তৎকালীন বঙ্গভঙ্গের ফলে দুটি পৃথক রাজ্য তৈরী হয় — মুসলমান অধ্যুষিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম এবং হিন্দু অধ্যুষিত বিহার

বাংলার (অধুনা পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, বিহার ও উড়িষ্যা)। এর প্রতিবাদে স্বদেশী আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং বিদেশী দ্রব্য বয়কট শুরু হয়। বাংলার হিন্দু অভিজাতরা, যাদের অনেকের মালিকানার জমি পূর্ব বাংলার মুসলিম কৃষকদের ইজারা দিত, তারা এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে সংখ্যালঘুদের ভয়ের সাথে বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধে হিন্দু বিক্ষোভে ১৯০৬ সালে মুসলিম অভিজাতরা নতুন ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর কাছে মুসলিমদের জন্য পৃথক ভোটদানের আবেদন জানায়। মুসলমান অভিজাতরা, বিশেষত: ঢাকার নবাব, খাজা সলিমুল্লাহ প্রমুখরা মুসলিমদের প্রয়োজনে পৃথক মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের আলোচনা করতে শুরু করেন। লখনউ অধিবেশনে মুসলিম লীগ কংগ্রেসের স্ব-সরকার গঠনের দাবিকে সমর্থন জানায়, তার পরিবর্তে কংগ্রেস প্রাদেশিক ও মিউনিসিপ্যাল আইনসভায় মুসলিমদের জন্য পৃথক ভোটাধিকারের দাবিকে তুলে ধরে। এই সময় মুসলীম লীগের সদস্য সংখ্যা প্রায় ৮০০ হয়ে দাঁড়ায়। এর পর ১৯২৪ সালের দ্বি-জাতি তত্ত্বের মধ্যেই মূলতঃ পাকিস্তান জন্ম এবং ভারত বিভাগের বীজ নিহিত ছিল বলে মনে করা হয়। এই তত্ত্ব অনুসারে, ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের পরিচিতি এবং একত্রীকরণের মূল সূত্র হল তাদের ধর্ম, তাদের ভাষা বা জাতি নয় তাই হিন্দু ও মুসলিমরা দুটি পৃথক জাতি বলে বিবেচিত হবে। মহম্মদ আলি জিন্না এই তত্ত্বকে পাকিস্তান গঠনের মূল মন্ত্র বলে চিহ্নিত করলেন। এর ফলে বেশ কিছু হিন্দু জাতীয়তাবাদী সংগঠন ভারতীয় মুসলমানদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলে মনে করতে লাগলেন। নানা মতামত রয়ে ভারতকে মুসলিম ও অ-মুসলিম জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিভক্ত করার দাবি তোলেন। এই তত্ত্বের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক নেতারা মত প্রকাশ করেন।

১৯৩৩ সালে চৌধুরী রহমত আলির একটি পৃথক দেশের 'পাকিস্তান' (পাঞ্জাব, উঃ পঃ সীমান্তবর্তী অঞ্চল,

কাশ্মীর, সিন্ধুদেশ ও বালুচিস্তান) শব্দটির প্রথম অক্ষর হয়। ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগ অভূতপূর্ব ও ভালো ফল করে। পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট পার্টির সিকান্দার হায়াত খান নির্বাচনে জেতে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসও আঞ্চলিক দলের সহায়তায় সরকার গঠন করে। উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে কংগ্রেস শাসিত অঞ্চলে গো-রক্ষা ও হিন্দী ভাষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করার ফলে মুসলিমরা অনেক ক্ষেত্রেই ভীত হয়ে পড়ে। ১৯৪০ সালের লাহোর অধিবেশনে জিন্নাহ দৃঢ়ভাবে পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাবকে তুলে ধরেন। ইতিমধ্যে ভারত ছাড় আন্দোলনের জন্য বহু প্রধান কংগ্রেস নেতৃত্ব কারাগারে বন্দী হওয়ায় মুসলিম লীগ তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে থাকে। ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পারে যে পাকিস্তান দাবি ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে থামানোর এক অন্যতম হাতিয়ার। ১৯৪৬ সালের গোড়ার দিকে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যাতে মুসলিম ভোটারদের জন্য সংযুক্ত ভারত বা ভারত বিভাগ এই দুটির একটি বেছে নিতে হত। মুসলিম লীগ নির্বাচনে জয়েই তাদের সর্বময় নেতৃত্ব ঘোষণা করল। ব্রিটেন ভারতের ঐক্য রক্ষার উদ্দেশ্যে ক্যাবিনেট মিশন প্রেরণ করল। তারা তিনটি পৃথক অঞ্চল গঠনের প্রস্তাব দিল— দুটি মুসলিম অধ্যুষিত ও একটি হিন্দু অঞ্চল। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন থাকলেও কিছু ব্যাপারে কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিত। মুসলিম লীগ এই প্রস্তাব সমর্থন করলেও নেহেরু সহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের প্রবল বিরোধিতায় ক্যাবিনেট মিশন ব্যর্থ হয়। এরপর ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট জিন্নাহ ব্রিটিশদের কাছে সরাসরি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের দাবি তোলেন, ওই দিন কলকাতায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা শুরু হয়, যা তিনদিন ধরে চলে এবং প্রায় ৪০০০ মানুষের মৃত্যু হয়। এছাড়া বিহার, নোয়াখালি ও উত্তর প্রদেশেও এই দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলী ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে তারা ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা প্রদান করবেন। ক্ষমতা

মুসলমানদের স্বার্থ এমনভাবে রক্ষার কথা বলা হয় যে দেশের সাম্প্রদায়িক বিরোধ আরও বৃদ্ধি পায়। পাকিস্তান দাবি জোরদার হয়। অনন্যোপায় হয়ে কংগ্রেস দেশভাগের দাবিকে মেনে নেয়। এই সময়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভাইসরয় হয়ে এসে ভারত বিভাগের প্রস্তাব দিলেন।

১৯৪৭ সালের জুন মাসে তিনি ঘোষণা করলেন যে ভারতকে বিভক্ত করে ব্রিটিশ শাসন ও মোগলদের মাঝে দুটি ডোমিনিয়ন সৃষ্টি করা হবে। পাঞ্জাব ও বাংলাকে বিভক্ত করে দুই ডোমিনিয়নে যুক্ত করা হবে। গান্ধীসহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা রাজি হয়ে এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট নতুন পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং মহম্মদ আলী জিন্না প্রথম বড়লাট (গভর্নর জেনারেল) নিযুক্ত হলেন। পরের দিন ১৫ই আগস্ট স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং নেহেরু প্রথম প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন।

—o—